ফর্ম নং জে (২)

কলকাতা হাইকোর্টে

সাংবিধানিক রিট বিচারক্ষেত্র

আপিল বিভাগ

বর্তমান :

মাননীয় বিচারপতি রাজা বসু চৌধুরী

২০১২ সালের ডব্লিউ. পি. এ ১৬০৭৭

অতুল সৌরভ ভারতী @ এ. এস. ভারতী

বনাম

ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া ও অন্যান্য।

আবেদনকারীর পক্ষে : শ্রী হরধন ব্যানার্জি,

শ্রী অমিতাভ পাইন,

শ্রীমতী মনিদীপ (পল) রায়

ভারত ইউনিয়নের জন্য : শ্রী অনির্বাণ মিত্র,

শুনানি : ৩ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখে।

রায় : **৩ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখে।**

বিচারক রাজা বসু চৌধুরী

১. ১৭ই ফেব্রুয়ারী, ২০১১ তারিখের অভিযোগ স্মারকলিপি, ৬ই জুন, ২০১১ তারিখের তদন্ত প্রতিবেদন, ৩০শে জুন, ২০১১ তারিখের শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত চূড়ান্ত আদেশ, ২৯শে সেপ্টেম্বর, ২০১১ তারিখের আপিল কর্তৃপক্ষের আদেশ এবং এর আদেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বর্তমান রিট আবেদনটি দায়ের করা হয়েছে। সংশোধিত কর্তৃপক্ষের তারিখ ১২ এপ্রিল, ২০১২।

২. এটি আবেদনকারীর মামলা যে তিনি ১৬ই জুন, ২০০৭-এ কনস্টেবল হিসাবে সেন্ট্রাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিকিউরিটি ফোর্সের চাকরিতে যোগ দিয়েছিলেন। আরটিসি-১, দেওলি, রাজস্থান-এ প্রশিক্ষণ নেওয়ার পরে, তিনি দুর্গাপুর, পশ্চিমবঙ্গ তে ২.২.২০০৮-এ মাইনিং অ্যান্ড অ্যালাইড মেশিনারি কর্পোরেশনের সিআইএসএফ ইউনিটে নিযুক্ত হন।

৩. পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুরে সিআইএসএফ ইউনিটে কাজ করার সময়,আবেদনকারীকে ১৭ই ফেব্রুয়ারী, ২০১১ তারিখের একটি স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছিল। এর বিরুদ্ধে অভিযোগের বিশদ বিবরণ আবেদনকারী উপরোক্ত স্মারকলিপির মাধ্যমে এখানে উদ্‌ধৃত করেছেনঃ

"চার্জ নং ১ এর অনুচ্ছেদ

সেই নম্বর ০৭৭২৪০২২০ কনস্টেবল এ এস ভারতী (ইউ/এস) সিআইএসএফ ইউনিট ডিএসপি (এসটিসি) দুর্গাপুরে তাঁর ঘূর্ণন প্রশিক্ষণের (৩° ব্যাচ) সময়। ৩১.০১.২০১১ থেকে ১২.০২.২০১১-কে সিআইএসএফ (এসটিসি) ডিএসপি দুর্গাপুর থেকে তাঁর পরিবারের সঙ্গে দেখা করার জন্য কনস্টেবল এ এস ভারতী মোট এর সমতুল্য অসদাচরণ, শৃঙ্খলাভঙ্গ, নির্দেশ লঙঘন এবং সি. আই. এস. এফ-এর মতো শৃঙ্খলাবদ্ধ বাহিনীর কোনও সদস্যের অনুপযুক্ত আচরণ। এম. এ. এম. সি দুর্গাপুরের সি. আই. এস. এফ ইউনিটের কনস্টেবল এ. এস ভারতী (ইউ/এস) একজন অবিবাহিত এবং সি. আই. এস. এফ ইউনিট এম. এ. এম. সি ব্যারাকে থাকেন। তিনি মিথ্যা তথ্য এবং মিথ্যা ঠিকানা দিয়ে সি. আই. এস. এফ কর্মকর্তাদের বিভ্রান্ত করেছিলেন যে তিনি বলেছিলেন যে তিনি দুর্গাপুরের সি. আই. এস. এফ ইউনিট এম. এ. এম. সি-এর কিউ. টি. আর -এ তাঁর পরিবারের সাথে দেখা করতে যাবেন। কনস্টেবল এ. এস ভারতীর এই কাজটি

গুরুতর অসদাচরণ, শৃঙ্খলাভঙ্গ, নির্দেশ লঙঘন এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ বাহিনীর সদস্যের অনুপযুক্ত আচরণের সমতুল্য যেমন সিআইএসএফ এর সদস্য।

চার্জ নং ২ এর অনুচ্ছেদ

যে নং ০৭৭২৪০২২০ কনস্টেবল এ এস ভারতী (ইউ/এস) এর সি. আই. এস. এফ ইউনিট, এমএএমসি দুর্গাপুর একজন ব্যাচেলর এবং সিআইএসএফ ইউনিট এমএএমসি ব্যারাকে থাকেন। সে বিভ্রান্ত করেছে মিথ্যা তথ্য দিয়ে সিআইএসএফ আধিকারিকরা যে ঠিকানায় তিনি বলেছিলেন যে তিনি দেখা করতে যাবেন সি আই এস এফ ইউনিট এমএএমসি এর কওয়াতর নম্বর ক /19-এ তার পরিবার, দুর্গাপুর নম্বর ০৭৭২৪০২২০ এর অংশে কনস্টেবল এ এস ভারতী চরম অসদাচরণ, শৃঙ্খলাভঙ্গ, নির্দেশ লঙঘন এবং সিআইএসএফ-এর মতো একটি সুশৃঙ্খল বাহিনীর সদস্যের অযোগ্যতার প্রমান।

চার্জ নং ৩ এর অনুচ্ছেদ

যে নং. ০৭৭২৪০২২০ কনস্টেবল এ এস ভারতী (ইউ/এস) এর সিআইএসএফ ইউনিট, এমএএমসি দুর্গাপুর অননুমোদিত সময় 0৬ .02 .20১১ তারিখে বোলপুর (শান্তিনিকেতন) পরিদর্শন করুন, নারীদের সাথে শৃঙ্খলাভঙ্গ আচরণের আশ্রয় নেয় পাবলিক প্লেস যার ফলে তাকে গ্রেফতার করা হয় এবং বোলপুর থানার লকআপের ভিতরে রাখা, জেলা: বীরভূম (পশ্চিম বঙ্গ) এবং সেখানে বিরূপ বিস্তৃত ছিল ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় প্রচার যা সিআইএসএফ-এর ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করেছে।"

৪. উপরোক্ত স্মারকলিপি প্রাপ্তির ফলস্বরূপ, আবেদনকারী ৬ মার্চ, ২০১১ তারিখে লিখিত আবেদন জমা দিয়েছিলেন তার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ অস্বীকার করা। উপরোক্ত ঘটনার পরে,

আবেদনকারীর বিরুদ্ধে একটি তদন্ত করা হয়েছিল। আবেদনকারী তদন্তে অংশ নিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত তদন্ত আধিকারিক ৬ই জুন, ২০১১ তারিখের চিঠির আড়ালে আবেদনকারীকে তদন্তের প্রতিবেদন পাঠিয়েছিলেন এবং তাকে তদন্ত প্রতিবেদনের বিরুদ্ধে প্রতিনিধিত্ব বা জমা দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন। ২২শে জুন, ২০১১ তারিখের লিখিত যোগাযোগের মাধ্যমে আবেদনকারী যথাযথভাবে তদন্ত প্রতিবেদনের জবাব দিয়েছিলেন।

৫. ৩০শে জুন, ২০১১ তারিখের একটি চূড়ান্ত আদেশের মাধ্যমে, আবেদনকারীর শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ তদন্ত প্রতিবেদন বিবেচনা করে, আবেদনকারীর উপস্থাপনা, তদন্ত অফিসারের উপসংহারের সাথে একমত হয়ে, আবেদনকারীকে ১৭ই ফেব্রুয়ারি, ২০১১ তারিখের চার্জশিটের মাধ্যমে তার বিরুদ্ধে এইভাবে তৈরি করা অভিযোগের জন্য দোষী বলে মনে করে। সি. আই. এস. এফ নিয়মের ৩২ (১) পরিশিষ্ট-১ এবং ৩৪ (২) (এরপরে "উল্লিখিত বিধি" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) বিধি অনুসারে, তাকে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে বাহিনীর একজন সদস্যের গুরুতর অসদাচরণ এবং অনুশাসনহীনতা বিবেচনা করে আবেদনকারীকে অবিলম্বে কার্যকরভাবে "চাকরি থেকে অপসারণ" এর জরিমানা আরোপ করা হয়েছে। উক্ত আদেশ অনুসারে, স্থগিতাদেশের অধীনে আবেদনকারীর দ্বারা ব্যয় করা সময়কালকে "অ-দায়িত্বের সময়কাল" হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছিল।

৬. উপরোক্ত আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে, আবেদনকারী উক্ত বিধির ৪৬ নং বিধির পরিপ্রেক্ষিতে একটি বিভাগীয় আপিল দায়ের করেছিলেন। ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০১১ তারিখের একটি বিস্তারিত আদেশের মাধ্যমে, আপিল কর্তৃপক্ষ, এর সাথে হস্তক্ষেপ করার জন্য কোনও প্রশমনকারী পরিস্থিতি খুঁজে পাওয়া যায়নি

২০১১ সালের ৩০শে জুন তারিখের চূড়ান্ত আদেশে আবেদনটিকে যোগ্যতাবিহীন বলে প্রত্যাখ্যান করা হয়। এরপরে আবেদনকারী পুনর্বিবেচনাকারী কর্তৃপক্ষের কাছে উক্ত বিধির ৫৪ নং বিধির পরিপ্রেক্ষিতে একটি পুনর্বিবেচনার আবেদন দায়ের করেছিলেন। ১২ই এপ্রিল, ২০১২ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে, উক্ত পুনর্বিবেচনার আবেদনটি খারিজ হয়ে যায়।

৭. শৃঙ্খলামূলক কার্যধারা সহ উপরোক্ত আদেশগুলিকে চ্যালেঞ্জ করে বর্তমান রিট পিটিশন দায়ের করা হয়েছে।

৮. আবেদনকারীর প্রতিনিধিত্বকারী বিদ্বান আইনজীবী শ্রী ব্যানার্জি জমা দিয়েছেন যে আবেদনকারীর বিরুদ্ধে শুরু হওয়া পুরো কার্যক্রমটি চার্জ নং ৩-এর চারপাশে ঘোরে। চার্জশিটটি উল্লেখ করে তিনি জমা দিয়েছেন যে আবেদনকারীর বিরুদ্ধে বোলপুরে অননুমোদিত পরিদর্শন এবং প্রকাশ্যে মহিলাদের সাথে তার পরবর্তী অনিয়ন্ত্রিত আচরণের অভিযোগ আনা হয়েছিল, যার ফলস্বরূপ তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং পুলিশ স্টেশন লকআপের ভিতরে রাখা হয়েছিল। এর ফলে উপরোক্ত অভিযোগ গঠন করা হয়েছিল।

৯. এই আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ১৯শে মে, ২০১২ তারিখে বোলপুরের প্রথম শ্রেণীর বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক জি. আর. মামলায় প্রদত্ত রায় ও আদেশের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি বলেন যে, বিদ্বান ম্যাজিস্ট্রেট, রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষীদের সাক্ষ্য পরীক্ষা করার পরে, আই. পি. সি-র ধারার অধীনে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে সমস্ত যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের বাইরে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কথিত ঘটনা প্রমাণ করার জন্য কোনও প্রমাণ পাননি।নথিভুক্ত করেছে যে প্রসিকিউশন মামলাটি ব্যর্থ হয়েছে এবং অভিযুক্ত

ব্যক্তিগণ মামলা থেকে মুক্তি পাওয়ার অধিকারী। এইভাবে, উপরোক্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর পর, প্রথম শ্রেণীর বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর পূর্বোক্ত রায়ে আবেদনকারীকে অপরাধের জন্য "দোষী নয়" বলে ঘোষণা করেছিলেন এবং ফলস্বরূপ তাকে ফৌজদারি কার্যবিধির ২৫৫ ধারার অধীনে মামলা থেকে খালাস দিয়েছিলেন।

১০. শ্রী ব্যানার্জি বলেন যে একবার আবেদনকারীকে খালাস দেওয়া হলে এবং উত্তরদাতারা আবেদনকারীর বিরুদ্ধে স্বাধীনভাবে তদন্ত না করে এবং আবেদনকারীকে মহিলাদের সাথে অনিয়ন্ত্রিত আচরণের জন্য দোষী সাব্যস্ত করার জন্য গ্রেপ্তারি স্মারকলিপির উপর নির্ভর করে আবেদনকারীকে খালাস দিলে, উক্ত অভিযোগটি ব্যর্থ হয়।

১১. এটি জমা দেওয়া হয় যে বিভাগীয় কার্যধারায় উত্তরদাতাদের দ্বারা মহিলাদের স্বাধীনভাবে পরীক্ষা করা হয়নি এবং তাই আবেদনকারীর বিরুদ্ধে উপরোক্ত অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। তাঁর এই যুক্তির সমর্থনে যে অভিযোগটি প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রকৃত অভিযোগকারীকে পরীক্ষা করা না হলে নিছক সন্দেহের ভিত্তিতে কোনও অভিযোগ প্রমাণ করা যায় না, তিনি **পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ও সংস্থা বনাম বিদ্যাসাগর পান্ডে ও আনার, (২০১১) ১ সিএলজে ৫৭**-এ রিপোর্ট করা হয়েছে যে এই ক্ষেত্রে এই আদালতের একটি ডিভিশন বেঞ্চের রায়ের উপর নির্ভর করেছিলেন। এটি আবেদনকারীর যুক্তি যে কোনও অপরাধ অবশ্যই এমন কিছু উপাদানের ভিত্তিতে প্রমাণিত হতে হবে যা প্রমাণের ক্ষেত্রে আইনত গ্রহণযোগ্য এবং সন্দেহের ভিত্তিতে নয়।

১২. চার্জ নং ১-এর ক্ষেত্রে, শ্রী ব্যানার্জি জমা দিয়েছেন যে স্বীকারযোগ্যভাবে ৬ই ফেব্রুয়ারি, ২০১১ তারিখে আবেদনকারী হেফাজতে ছিলেন এবং

এইভাবে, তিনি দায়িত্ব পালনের জন্য রিপোর্ট করতে পারতেন না। প্রদত্ত তথ্যে কোনও অনুমতি ছাড়াই ২০১১ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারি তিনি অনুপস্থিত ছিলেন বলে যে অভিযোগ করা হয়েছে, তা বহাল রাখা যাবে না, কারণ তাঁর নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকা কারণে তাঁকে ২০১১ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারি দায়িত্ব পালনের জন্য রিপোর্ট করতে বাধা দেওয়া হয়েছিল। তিনি বলেন যে, আবেদনকারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ নম্বর ১ এবং ৩ প্রমাণ না হওয়ায়, আবেদনকারীর উপর আরোপিত শাস্তি কঠোর এবং অত্যধিক এবং ২ নম্বর অভিযোগের অনুপযুক্ত বলে মনে হয়। উক্ত অভিযোগ, প্রমাণিত হলেও, আবেদনকারীকে চাকরি থেকে অপসারণের আহ্বান জানাতে পারে না।

১৩. বিপরীতে, তদন্ত প্রতিবেদনের উপর নির্ভর করে উত্তরদাতাদের প্রতিনিধিত্বকারী বিদ্বান আইনজীবী শ্রী মিত্র বলেছিলেন যে আবেদনকারীকে তদন্তে অংশ নেওয়ার সমস্ত সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। স্বাভাবিক ন্যায়বিচারের নীতিগুলি স্বীকারযোগ্যভাবে মেনে চলা হয়েছে। আবেদনকারীকে তদন্ত প্রতিবেদনের পক্ষে সমর্থন করা হয়েছিল যার প্রতি তিনি প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন। আবেদনকারীর উপস্থাপনের ভিত্তিতে শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল এবং একমত হয়েছিল যে প্রদত্ত তথ্যে তদন্ত কর্মকর্তার প্রতিবেদন, যা তার আগে উপলব্ধ ছিল, আবেদনকারীকে চাকরি থেকে অপসারণের নির্দেশ দিয়েছিল। আবেদনকারীকে চাকরি থেকে অপসারণের শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে কোনও অনিয়ম নেই।

১৪. আপিল কর্তৃপক্ষ এবং পুনর্বিবেচনা কর্তৃপক্ষ উভয়ই সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে পদ্ধতিতে কোনও ভুল বা অনিয়ম করেনি হয় আপিল অথবা পুনর্বিবেচনার আবেদন। যখন শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ,

আপিল কর্তৃপক্ষ এবং পুনর্বিবেচনার কর্তৃপক্ষ দ্বারা সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়, তখন ২০১১ সালের জি. আর. মামলার নম্বর ৬৪এর প্রথম শ্রেণীর বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের রায় প্রদান করা হয়নি। স্বীকারযোগ্য যে আবেদনকারীকে তার নিজ গ্রামে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। আবেদনকারী তার নিজ গ্রামে যাওয়ার পরিবর্তে সেই পরিস্থিতিতে জড়িত ছিলেন, যা আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তাকে আটক ও গ্রেপ্তারের দিকে পরিচালিত করেছিল। আবেদনকারীকে চাকরি থেকে সরিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে উত্তরদাতাদের পক্ষ থেকে কোনও অনিয়ম হয়নি।

১৫. আদালতের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন যে, ৩ নং অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে আবেদনকারীর বিরুদ্ধে কোনও স্বাধীন তদন্ত করা হয়নি, প্রকৃতপক্ষে অভিযোগকারী এবং মহিলাদের বিবৃতি নিয়ে, যাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে। তিনি বলেন যে, উপরে উল্লিখিত উন্নয়নের আলোকে বিষয়টি নতুন সিদ্ধান্তের জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে ফেরত পাঠানো যেতে পারে।

১৬. সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির পক্ষে উপস্থিত আইনজীবীদের কথা শুনেছেন এবং নথিতে থাকা উপাদানগুলি বিবেচনা করেছেন।

১৭. উল্লেখ্য যে, চাকরির সময় আবেদনকারীকে ১৭ ফেব্রুয়ারী, ২০১১ তারিখে একটি চার্জশিট প্রদান করা হয়েছিল। আবেদনকারী তদন্তে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং পরবর্তীতে তাকে তদন্ত প্রতিবেদন প্রদান করা হয়েছিল। তদন্ত প্রতিবেদনে আবেদনকারীর উপস্থাপনের ভিত্তিতে, ৩০ জুন, ২০১১ তারিখে একটি আদেশের মাধ্যমে, বিষয়টির সমস্ত দিক বিবেচনা করে এবং তদন্ত কর্মকর্তার প্রতিবেদনের উপসংহারের সাথে একমত হয়ে, শাস্তিমূলক কর্তৃপক্ষ আবেদনকারীকে অভিযোগের জন্য দোষী সাব্যস্ত করে।

১৮. উপরোক্ত আদেশ থেকে আরও প্রতীয়মান হবে যে শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ আবেদনকারীর পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে তাকে চাকরি থেকে অপসারণের শাস্তি প্রদান করতে অগ্রসর হয়েছিল, যা নীচে উল্লেখ করা হয়েছেঃ

> *"অভিযুক্ত সদস্যের দ্বারা সংঘটিত প্রমাণিত অপরাধের গুরুত্ব থেকে মনে হয় যে, তিনি সিআইএসএফ-এর মতো লিঙ্গ সংবেদনশীলতার সাথে শৃঙ্খলাবদ্ধ বাহিনীর একজন প্রশিক্ষিত সদস্য হিসাবে বাহিনীর ভাল মূল্যবোধের যত্ন না করে জীবনকে হালকাভাবে নিয়েছেন। আমি বিবেচিত মতামত পোষণ করি যে মামলার ঘটনা ও পরিস্থিতি অত্যন্ত গুরুতর গুরুতর অসদাচরণ এবং বাহিনীর কোনও সদস্যের পক্ষ থেকে শৃঙ্খলাহীন কাজ নিজেকে বাহিনীর সদস্য এবং থেকে অনুপযুক্ত করে তোলে।প্রমাণিত অপরাধ, সে কঠোর শাস্তির যোগ্য। "*

১৯. এইভাবে, এটা স্পষ্ট এবং স্পষ্ট যে শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ, চার্জ নং ৩-এ প্রতিফলিত অভিযোগের গুরুতর প্রকৃতির সাথে এগিয়ে যাওয়ার সময় এবং তার প্রমাণের ভিত্তিতে আবেদনকারীকে চাকরি থেকে অপসারণের শাস্তি দিয়েছিল। আমাকে অবশ্যই নোট করতে হবে

এখানে যে উত্তরদাতারা স্বাধীনভাবে অনুসন্ধান করেননি অভিযোগ নং. ৩। তদন্ত প্রতিবেদন থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তদন্ত আধিকারিক অভিযোগটি নিয়ে আলোচনা করার পর সংবাদপত্রের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে এবং আবেদনকারীর গ্রেপ্তারের বিষয়ে স্বীকারোক্তির ভিত্তিতেও এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। প্রকাশ্যে মহিলাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের অভিযোগ বৈদ্যুতিন গণমাধ্যমের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে করা হয়েছিল।

২০. স্বীকারযোগ্যভাবে, আবেদনকারীকে ফৌজদারি কার্যধারা থেকে খালাস দেওয়া হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে অভিযোগকারীকে কখনও তদন্ত আধিকারিক ডেকে আনেননি। প্রকৃতপক্ষে অভিযোগকারীর বিবৃতিও পাওয়া যায়নি। এটি সুপ্রতিষ্ঠিত যে অপরাধের দিকে ইঙ্গিত করে প্রয়োজনীয় উপকরণ থাকা উচিত, যা অবশ্যই প্রমাণ করতে হবে এবং রেকর্ডে আনতে হবে। নিছক সন্দেহের ভিত্তিতে অপরাধ প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। যেমনটি শ্রী ব্যানার্জি সঠিকভাবে উল্লেখ করেছেন, **বিদ্যাসাগর পান্ডে এবং সংস্থা (সুপ্রা)** ক্ষেত্রে এই আদালতের ডিভিশন বেঞ্চ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে অপরাধ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রকৃত অভিযোগকারীকে পরীক্ষা করা উচিত ছিল। এটি সত্য যে এই ক্ষেত্রে খালাসের আদেশটি কার্যধারা শেষ হওয়ার পরে পাস করা হয়েছিল তবে একই সাথে, খালাসের বিষয়টি উপেক্ষা করা যায় না, বিশেষত যখন উত্তরদাতাদের দ্বারা চার্জ নং ৩ সম্পর্কিত কোনও স্বাধীন তদন্ত হয়নি।

২১. উপরোক্ত বিষয়গুলি বিবেচনা করে, প্রদত্ত তথ্যগুলিতে দেওয়া শাস্তি অত্যন্ত অসামঞ্জস্যপূর্ণ এবং অতিরিক্ত বলে মনে হচ্ছে, কারণ এটি বহাল রাখা সম্ভব নয়। সেই অনুযায়ী এটি বাতিল করা হল। তবে, একই সাথে, অভিযোগ নং ২ প্রমাণিত হওয়ার বিষয়টি উপেক্ষা করা যাবে না এবং তাই আবেদনকারীকে মুক্ত রাখা যাবে না। অতএব, এই আদেশের তারিখ থেকে দুই সপ্তাহের মধ্যে আবেদনকারীকে চাকরিতে পুনর্বহাল করার পর আবেদনকারীর শাস্তি পুনর্বিবেচনা করার জন্য বিবাদীদের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। আবেদনকারী অবসরের বয়সে পৌঁছাননি এই বিষয়টি বিবেচনা করে উপরোক্ত নির্দেশ জারি করা হচ্ছে।

২২. এই পরিপ্রেক্ষিতে, আমি আবেদনকারীর শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষকে আবেদনকারীকে শুনানির সুযোগ দেওয়ার পরে অভিযোগ নং ২-এর ক্ষেত্রে আবেদনকারীর অপরাধের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ যথাযথ শাস্তি প্রদানের নির্দেশ দিচ্ছি। যেহেতু আবেদনকারী ২০১১ সালের ৩০শে জুন এবং তার পর থেকে তার দায়িত্ব পালন করেননি, তাই আমি মনে করি, আবেদনকারী যদি সুবিধাগুলি গণনার উদ্দেশ্যে অবিচ্ছিন্ন চাকরিতে রয়েছেন বলে মনে করা হয় তবে ন্যায়বিচার কার্যকর করা হবে। শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ অবশ্য চাকরি থেকে অপসারণের তারিখ এবং পুনর্বহালের তারিখের মধ্যবর্তী সময়ের জন্য আবেদনকারীর পক্ষে আর্থিক সুবিধা প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা করবে। এটি স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে আবেদনকারীর পরিষেবাতে ধারাবাহিকতা, এখানে উপরে

নির্দেশিত হিসাবে শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ দ্বারা হস্তক্ষেপ করা যাবে না যখন আবেদনকারীকে কী শাস্তি দেওয়া হবে তা নির্ধারণ করা। যতক্ষণ পর্যন্ত স্থগিতাদেশের জন্য সময় ব্যয় করা হয়েছে, আবেদনকারী তার অ্যাকাউন্টে ইতিমধ্যে বিতরণ করা জীবিকা ভাতা, যদি থাকে, তা বাদ দিয়ে পিছনের মজুরির অবশিষ্ট পরিমাণের অধিকারী হবেন।

২৩. আবেদনকারীকে পুনর্বহাল করার দুই মাসের মধ্যে প্রস্তাবিত শাস্তি এবং ফেরত মজুরি প্রদানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

২৪. উপরোক্ত পর্যবেক্ষণ এবং নির্দেশাবলীর সঙ্গে, ২০১২ সালের ডব্লিউপিএ ১৬০৭৭ নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

২৫. এই আদেশের জরুরি ফটোস্ট্যাট প্রত্যয়িত অনুলিপি, যদি আবেদন করা হয়, সমস্ত প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা মেনে চলার পরে দ্রুত সরবরাহ করা হবে।

(বিচারক রাজা বসু চৌধুরী)

এ বি

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/ Upama Ganguly